প্যাড্ড্যুস্কির চুল

মূলঃ ও' হেনরী

অনুবাদঃ মিয়া রাসিদুজ্জামান

পোস্ট-এর প্রতিনিধি গতকাল নিউ হাচিন্স এর রোটান্ডায় কর্ণেল ওয়ারবার্টন পোলকের সাক্ষাত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন।

কর্ণেল পোলক এ দেশের সবচেয়ে পরিচিত লোকেদের একজন এবং সম্ভবত অন্য যেকোন জীবিত লোকের চেয়ে এ সময়ের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের সাথে তাঁর বিস্তৃত পরিচয় রয়েছে। তিনি রসিক, নানা গুণের আধার, একজন জাত কুটনীতিক আর সারা দুনিয়া চষা অভিজ্ঞতা তাঁর ঝুলিতে। অনুরাগী শ্রোতাদের কাছে বিভিন্ন মানুষ ও ঘটনা সম্পর্কে অত্যন্ত আকর্ষণীয় স্মৃতিচারণ থেকে বেশি খুশি তাকে অন্য কোন কিছুতে করতে পারেনা। নামীদামী মানুষের সঙ্গে মাখামাখি বিষয়ে তাঁর স্মৃতিচারণ লেখা হলে একগাদা বই হয়ে যেত।

কর্ণেল পোলক ওয়াশিংটন নগরীর এক হেটেলে কয়েকটি কক্ষের একটি স্যুটে স্থায়ীভাবে থাকেন, যেখানে প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর সময়ের ক্ষুদ্রাংশমাত্র ব্যয় করেন। তিনি সর্বদা গ্রীষ্মকাল ইউরোপে, প্রধানত নেপলস ও ফ্লোরেন্সে কাটান। কিন্তু আসলে একজায়গাতে তিনি কয়েক হপ্তা বা মাসের বেশী খুব কমই থাকেন। কিছু দামী মেহগনি বাগান থেকে মুনাফা খুঁজতে এখন তিনি দক্ষিণ আমেরিকার পথে রয়েছেন।

কর্ণেল উদারভাবে এবং খুবই আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে তাঁর অভিজ্ঞতার বয়ান করতেন, আর ভক্ত ও মনোযোগী একদল শ্রোতার কাছে তিনি জনপ্রিয় ব্যক্তিদের সম্পর্কে বেশকিছু চমৎকার গল্প বলেছিলেন।
"আমি কি তোমাদের এর আগে বলেছি?" তাঁর লম্বা কালো প্রিন্সেপে টান দিতে দিতে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কয়েক বছর আগে আফ্রিকায় যে অভিযান চালিয়েছিলাম, তার বিষয়ে? না? ঠিক আছে, দেখা যাচ্ছে প্যাড্ড্যুস্কি শিগগিরই হাউস্টনে আসবে, তাই গল্পটা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তোমরা সবাই অবশ্যই প্যাড্ড্যুস্কির চমৎকার চুল সম্পর্কে আমাকে বলতে শুনেছ। তবে খুব কম লোকেই জানে সে কিভাবে এটার মালিক হয়েছে। সেটা এখন তোমরা শুনবে। কয়েক বছর হলো, আমরা কয়েকজন মিলে আফ্রিকায় সিংহ শিকারের উদ্দেশ্যে একটা দল গড়েছিলাম। দলে ন্যাট গুডউইন, প্যাড্ড্যুস্কি, জন এল সুলিভান, জো পুলিটজার আর আমি ছিলাম।" আমরা কেউই তখনো নাম কুড়োতে পারিনি কিন্তু সবাই ছিলাম উচ্চাকাঙ্খী, আর যে বিশ্রাম ও মনোরঞ্জন আমরা ভোগ করতে যাচ্ছিলাম, আমাদের সবারই তা দরকার ছিল। আমরা ছিলাম বন্ধুসুলভ এবং আনন্দমুখর একটি দল, আর ঐ ভ্রমণের সময়টুকু চমৎকার কাটিয়েছিলাম। যখন আমরা তীরে উৎরালাম, তখন গাইড ভাড়া করলাম এবং জাম্বেসীতে একমাস ভ্রমণের জন্য দরকারমতো খাদ্য ও গোলাবারুদ যোগাড় করলাম।

"আমরা সবাই সিংহ শিকারের জন্য উদগ্রীব ছিলাম, আর সত্যিই বুনো ও অগমপূর্ব এক এলাকায় ঢুকে পড়লাম।

"রাতের বেলা প্রজ্জ্বলিত আগুনের সামনে বসে গল্প করে ও ঠাট্টা করে দারুণ সময় কাটাচ্ছিলাম এবং নিজেদের উপভোগ করছিলাম।

"প্যাড্রুস্কি ছিল আমাদের মধ্যে একমাত্র ব্যক্তি যার আয়-উপার্জন ছিল। এ সময়টায় তার পিয়নো বাদনের সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল এবং এ থেকে সে বলবার মতো টাকাপয়সা কামিয়েছিল।

"একদিন গুডউইন, সুলিভান, প্যাড্রুস্কি আর আমি ডিনারের আগ দিয়ে ক্যাম্পের বাইরে বসে অলস সময় কাটাচ্ছিলাম। সারাটা সকাল শিকারের ব্যর্থ সন্ধানে আমরা বাইরে ঘুরেছি। পুলিটজারকে এখনও দেখা যায় নি। হিনান মারফৎ বিখ্যাত হওয়া আপারকাট ঘুষিকে পাশ কাটিয়ে কিভাবে পাল্টা আঘাত করা যায় তা নিয়ে গুডউইন আর সুলিভান তর্কে মেতে উঠল। তোমরা জান, ন্যাট গুডউইন ভালোরকম একজন অ্যাথলেট এবং পেশাদারদের মতোই সে তার হাতের ব্যবহার করে। প্যাড্রুস্কি সবসময়ই শান্ত প্রকৃতির একজন লোক, তবে অমায়িক এবং সবাই তাকে বেশ পছন্দ করে। একটা বটগাছের মুড়োর ওপর বসে তার চৌম্বক চোখে স্বপ্নালু চাহনি নিয়ে সে দূরে তাকিয়ে ছিল। আমি বন্দুকে কিছু কার্তুজ ভরে নিচ্ছিলাম এবং অন্যদিকে খুব একটা নজর দেইনি, যতক্ষণ না সুলিভান আর গুডউইন উচ্চস্বরে ঝাঁঝালো ঝগড়া শুরু করে।

–"একজোড়া দস্তানা যদি পেতাম তবে শীগগিরই প্রমাণ দিয়ে দিতাম যে আমি ঠিক বলছি," ন্যাট বলল।

–"যদি তুমি পেতে," জন বলল, "মুহূর্তের মধ্যে তোমার আর কিছু জানা থাকত না।

–"বক্সিং এর প্রাথমিক ধারণা আছে এমন কারো সামনে তুমি দু'মিনিটও টিকতে না," গুডউইন বলল, "তোমার ওজন আর তোড় ছাড়া আর কিছুই তোমার পক্ষে যায় না।"

–"শুধু যদি ক'টা দস্তানা আমাদের থকত!" দাঁত কিড়মিড়িয়ে জন বলল।

* * *

"দু'জনেই ঘুরল এবং যেন মিলিত সিদ্ধান্তে প্যাড্রুস্কির দিকে দৃষ্টি দিল।

"সে সময় প্যাড্রুস্কির ছিল কোন ইন্ডিয়ানের চুলের ন্যায় মসৃণ এবং সোজা, কয়লার মতো কালো চুল, যা ঘন গোছায় তার পিঠ পর্যন্ত ঝুলে থাকত।

"সুলিভান ও গুডউইন একইসঙ্গে লাফিয়ে গিয়ে তার ওপর পড়ল। আমি জানি না কাজটা কে করল কিন্তু ছুরির ঝিলিক দেখা গেল এবং দু'মিনিটের মধ্যে কোন কোমাচে ইন্ডিয়ানের সমান নিপুণতায় প্যাড্রুস্কির মাথাটা চাঁছা হয়ে গেল।

"চুলের গোছাকে তারা দু'ভাগ করল, দুজনেই নিজ নিজ ভাগের চুল চামড়ার কার্তুজ পাউচের সঙ্গে জুড়ল, তারপর হাতের কব্জির চারদিকে পেঁচিয়ে নিল আর এই সদ্যনির্মিত দস্তানা হাতে পরে নিয়মিত প্রতিযোগিদের মত পরস্পরের দিকে ধাবমান হলো।

"প্যাড্রুস্কির কণ্ঠ চিরে বেদনা ও অসন্তোষের হাহাকার বেরিয়ে এল, আর আতঙ্কে সে তার টেকো মাথা চেপে ধরল। "আমি শেষ হয়ে গেছি," সে বলল, "আমার পেশার কর্ম কাবার। এখন আমি কি করি?"

"আমি জন আর ন্যাটকে আলাদা করার একটা চেষ্টা করলাম, কিন্তু *প্যাড্রুস্কি* বক্সিং দস্তানার একটা পশ্চাৎপ্রহার বড় এক কাঁটাঝোপের মধ্যে আমাকে লম্বমান করে দিল।

* * *

"ঠিক সেই সময় জো পুলিটজার ক্যাম্পে ফিরে এল–নদীতীরের এক বেতবনের মধ্যে কেবলই গুলি করে মারা একটা বিরাট সিংহের লেজ ধরে টানতে টানতে।

–"কী হচ্ছে এসব?" বলল সে, মুষ্টিপ্রহার ও তা থেকে নিজেকে বাঁচানোয় ব্যস্ত দুই যোদ্ধা আর বিলাপরত হৃতকেশ প্যাড্রুস্কির দিকে তাকাতে তাকাতে।

"পাঁচ হাজার ডলার দিলেও আমি ওটা ছাড়তাম না," প্যাড্রুস্কি গুঙিয়ে উঠল।

–"আর ওইরকমই চমৎকার আরেকমাথা চুলের জন্য তুমি কত দাম দিতে চাও?"

"সে উঠে প্যাড্রুস্কির কাছে গেল আর কিছু সময় ধরে তাদের মধ্যে ফিসফিস চলল। এর পর জো মাপজোকের ফিতে দিয়ে প্যাড্রুস্কির মাথার মাপ নিল। তারপর একটা ছোরা দিয়ে সিংহের মাথার উপরের ভাগ থেকে সমপরিমাণ কেটে নিয়ে প্যাড্রুস্কির মাথায় পরালো। সে এটাকে চেপে ভালোভাবে বসিয়ে দিল আর হাল্কা ব্যাণ্ডেজ দিয়ে পেঁচিয়ে বেঁধে দিল।

"এটা প্রায় অবিশ্বাস্য শোনায়, কিন্তু তিন দিনের মধ্যে চামড়া দ্রুত বাড়ল আর প্যাড্রুস্কি পেয়ে গেল – এ যাবৎ যা দেখেছ তাদের মধ্যে সবচে' ঘন, মসৃণ আর ঢেউখেলানো মনোমোহন একমাথা চুল।

"সেদিন বিকেলে প্যাড্রুস্কিকে দেখলাম তাবুর পেছনে গিয়ে পুলিটজারকে একটা চেক দিচ্ছে আর বাজি ধরে বলা যায়, ওটা বেশ মোটাসোটা ছিল। আমি জানি না ওটার পরিমাণ কত ছিল তবে আমরা ন্যূঅর্ক ফেরার পরপরই জো '*ওয়ার্ল্ড*' পত্রিকাখানি কিনে নিয়েছে – ভালোই চালাচ্ছে।

"এই ঘটনা প্যাড্রুস্কির সৌভাগ্যের সূচনা করল। চুলের যে মস্তকাবরণ এখন সে পরে আছে তা তাকে কোটিপতি বানিয়ে দেবে। আমি তাকে কখনও পিয়ানোর চাবিগুলোর উপর সজোরে থাবা চালাতে দেখিনি, তবে তাকে দেখলে আমার মনে জেগে ওঠে আফ্রিকার জঙ্গলে সিংহনাদের কথা। আমার ধারণা তারও সেকথা মনে জাগে।"